তৃতীয় সেমেস্টার (NEP) MAJOR (BNGDSC303T)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ

UNIT II : *বাংলা নাট্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস*

বিষয়- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উপস্থাপক- অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ

•

পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- জন্ম: ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪, যশোর
- মৃত্যু: ২৯ জুন ১৮৭৩, কলকাতা
- ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন
- আধুনিক বাংলা নাট্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ

নাট্যকার হিসেবে অবদান

- বাংলা সাহিত্যে প্রথম গ্রীক ধাঁচের ট্র্যাজেডি আনার প্রয়াস
-
- নাটকের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার সমালোচনা
-
- নাট্যরচনায় পাণ্ডিত্য, কাব্যশক্তি এবং নাটকীয় উত্তেজনার সংমিশ্রণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- পৌরাণিক নাটক
  - পদ্মাবতী (১৮৬০)
  - মায়াকানন (১৮৬১)
- ঐতিহাসিক নাটক
- প্রহসন

পৌরাণিক নাটক

- শর্মিষ্ঠা ১৮৫৯

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক
- গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব
- পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে প্রেম, ঈর্ষা ও প্রতিশোধের কাহিনি
- পদ্মাবতী (অপ্রকাশিত)
- ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপাদান যুক্ত নাটক
- অসমাপ্ত বা খণ্ডিত রচনারূপে বিদ্যমান

ঐতিহাসিক নাটক

- *কৃষ্ণকুমারী -১৮৬১*
- রাজনৈতিক পটভূমিতে নারীর আত্মত্যাগের কাহিনি
-
- নাটকে দেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জনের বার্তা

প্রহসন

- একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০)
- বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)

নাট্যধারার বৈশিষ্ট্য

- গ্রীক ও ইউরোপীয় নাট্যরীতির প্রভাব
-
- চরিত্রচিত্রণে গভীরতা
-
- কাব্যিক ভাষা ও নাটকীয় সংলাপ
-
- ট্র্যাজেডি ও মানবিক দ্বন্দ্বের মিশ্রণ

নাট্যকার হিসেবে গুরুত্ব

- বাংলা ট্র্যাজেডি নাটকের পথিকৃৎ
- নাটকে পৌরাণিক কাহিনি ও আধুনিক ভাবনার সংমিশ্রণ
- বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করেন
- সার্থক প্রহসন রচয়িতা

উপসংহার

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রবর্তক
- ইউরোপীয় আদর্শে নাট্যরচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন
- আজও তিনি এক অনন্য নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত

মৃত্যু ও প্রয়াণ

- অর্থকষ্টে শেষ জীবন
- ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যু
- সমাধি: কলকাতায় অবস্থিত

ধন্যবাদ